বেহেশ্তী মহল কার জন্য?

১। যে আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদ বানাবে তার জন্য ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২৬৫নং)*

২। যে সূরা ইখলাস ১০ বার পাঠ করবে তার জন্য ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ) সূরাটি ১০ বার পড়বে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি মহল তৈরী করবেন।" *(আহমদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

৩। যে ব্যক্তি তার সন্তান মৃত্যুর মসীবতে 'আলহামদু লিল্লাহ' ও 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়বে এবং ধৈর্য ধারণ করে বেহেশ্তের আশা রাখবে তার জন্য ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন কোন বান্দার শিশু মারা যায়, তখন আল্লাহ ফিরিশ্তাকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে তুলে নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'জী হ্যাঁ।' আবার বলেন, 'তোমরা তার কলিজার টুকরার জান কবজ করে নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাতে আমার বান্দা কি বলেছে?' উত্তরে তাঁরা বলেন, 'সে আপনার প্রশংসা করেছে ও ইন্না লিল্লাহ---পড়েছে।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করে দাও। আর তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্দ' (প্রশংসা-গৃহ)।' *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২০১২নং)*

৪। বাজারে প্রবেশ করে এত শত উদাসকারী জিনিসের মাঝেও যে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে আল্লাহর যিক্র করে তার জন্য ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।"

দুআটি হল ঃ

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' *(সহীহ তিরমিযী ২৭২৬ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮১৭ নং)*

৫। ফরয নামাযের আগে পরে যে নিয়মিত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়বে তার জন্য ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম ৭২৮নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, "(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।"

৬। যে কাতার মিলিয়ে নামাযে দাঁড়ায় তার জন্য ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযে (কাতারের মাঝে) ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার দরুন তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫০২ নং)*

৭। সত্যাশ্রয়ী হয়েও যে তর্ক বর্জন করে তার জন্য ঃ

৮। যে কোন প্রকারেই এমনকি উপহাস ছলেও কখনো মিথ্যা বলে না তার জন্য ঃ

৯। যে ব্যক্তির চরিত্র বড় সুন্দর তার জন্য ঃ

মহানবী বলেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(সহীহ আবু দাউদ ৪০১৫ নং, তিরমিযী)*

মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্তা থেকে প্রচারিত

এ মাদ্রাসা আপনার দুআ, দান ও পরামর্শের একান্ত মুখাপেক্ষী

সকল প্রকার সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:- পোঃ পিচকুরি, জেলাঃ বর্ধমান (পঃবঃ) পিনঃ ৭১৩১২৮

দূরালাপ ঃ ০৩৪৫২২-৫০২২৫